কালীগঞ্জে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার সঠিক মুল্য নির্ধারণের দাবি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার সঠিক মুল্য নির্ধারণের দাবী জানিয়েছে জমির মালিকরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক নোমান হোসেনের কাছে জমি ও স্থাপনার মুল্য নির্ধারণের পুণ:তদন্তের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করেন তারা। জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন স্মারকলিপি গ্রহণ করে তদন্তের আশ্বাস দেন।

সেসময় ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিক আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম, আশিকুল আলম, আব্দুল মালেক, আব্দুল গণি, নাজিম উদ্দিন, নাসির উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন বিশ্বস, শরিফুল ইসলাম শরিফ, মামুনুর রহমান রনি, বদরুজ্জামান বদু, ফরিদুল ইসলাম, সৈয়দ মুয়াম্মার আল গাদ্দাফী, মোফাজ্জল হোসেন, সোহরাব হোসেন, মুক্তার হোসেন, ওহিদুল ইসলাম, শাহজাহান আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জমির মালিকদের অভিযোগ, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ব্যবসায়িক ও আবাসিক জমি নামমাত্র মূল্যে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

যেখানে বাজার মূল্য কোটি টাকারও বেশি। সরকার অধিগ্রহণে যে টাকা দিচ্ছে এতে তাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। অধিগ্রহণে ন্যায্য টাকা প্রদাণের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন তারা। জমি ও স্থাপনার মুল্য পুণ:নির্ধারণের দাবী জানান তারা।

দামুড়হুদায় দেড় বিঘা জমির ফলন্ত পেঁপে বাগান কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় এক হতদরিদ্র কৃষকের দেড় বিঘা জমির ফলন্ত পেঁপে বাগান রাতের আঁধারে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীর।

ভুক্তভোগী কৃষক ইসরাফিল হোসেন (৫৪) গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত বরকত মন্ডলের ছেলে। তিনি উপজেলার গোবিন্দপুর নিমতলা ও বড়গালা মাঠে লিজ নেওয়া জমিতে পেঁপে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

জানা গেছে, উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর নিমতলা মাঠে ১০ কাঠা এবং বড়গালা মাঠে ১ বিঘা মোট দেড় বিঘা জমিতে ছিল তার স্বপ্নের পেঁপে বাগান। নিজের কোনো আবাদি জমি না থাকায় অন্যের জমি লিজ নিয়ে এই চাষাবাদ করছিলেন তিনি।

ইসরাফিল জানান, গত শনিবার বিকাল ৫টার দিকে তিনি বাগান ঘুরে দেখেন, তখন সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরদিন রবিবার সকাল ৭টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পান, তার পুরো পেঁপে বাগান কেটে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখেন, ফলন্ত গাছগুলো নির্মমভাবে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “আমার চারটা ছেলে-মেয়ে, ভিটে ছাড়া কোনো জমি নেই। জমি লিজ নিয়ে চাষ করি। এখন আমার কী হবে? আমি কী করব? সব শেষ হয়ে গেল।”

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত ঘটনা। এর আগেও তার ভুট্টা ক্ষেত কেটে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং গ্রামের মানুষ জানে কারা করেছে। তিনি দাবি করেন, এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি চান না গরিব মানুষ স্বাবলম্বী হোক। ফলে বারবার এ ধরনের ঘটনার শিকার হচ্ছেন তিনি। শুধু তিনি নন, আরও গরিব কৃষকের জমির ফসল এভাবে নষ্ট করা হয়, কিন্তু কেউ বিচার পান না।

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। স্থানীয়রা দ্রুত

দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক ইসরাফিল হোসেন জানান, তিনি এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন এবং প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মহেশপুরে তিন ফসলী জমি রক্ষায় কৃষকদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ৩ ফসলী জমি রক্ষায় মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সাড়াতলা এলাকার তুষার সিরামিকস কারখানার সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় কৃষকরা।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সাড়াতলা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, পুরন্দরপুর গ্রামের কৃষকরা অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে কৃষক রিপন হোসেন, লান্টু, অন্তর, মাসুদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কৃষকরা অভিযোগ করেন, তুষার সিরামিকস কারখানার বর্জ্য’র কারণে ওই এলাকার ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়াও কারখানার বিষাক্ত ধোয়ার কারণে গাছপালা ও ফসল নষ্ট হচ্ছে। সেই সাথে ধোয়ার কারণে অসুস্থ হচ্ছেন অনেকে।

এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ করা হলেও নতুন করে কারখানার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। কর্মসূচী থেকে এর প্রতিকার চান কৃৃষকরা।

‎জমি চাষে দুশ্চিন্তায় কৃষক, তেলের অপেক্ষায় পাম্পে ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারিভাবে তেল সংকট না থাকলেও বৈষম্যের মাধ্যমে তেল বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন কৃষকরা। সিন্ডিকেট করে তেল সংকট তৈরী করছে একটি মহল।

‎মেহেরপুরে তেলের সংকটে শুধু মোটরসাইকেল নয়, জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইনও এখন চোখে পড়ছে পেট্রোল পাম্পগুলোতে। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও পর্যাপ্ত তেল না পাওয়ায় সময়মতো জমি চাষ করতে পারছেন না ট্রাক্টর মালিকরা।

‎এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। স্থানীয় সিন্ডিকেট আর বৈষম্যের মাধ্যমে তেল বিক্রয়ের অভিযোগ করেছেন কৃষকরা। আজ শুক্রবার ভোর তিনটার সময় থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে হামলার শিকার হলেন গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক কামাল হোসেন।

‎কামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, আমি দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর তেল নিতে গেলে আমার সামনে চার-পাঁচজন জোরপূর্বক মেশিন কেড়ে নিয়ে ট্যাঙ্কি ভর্তি করে তেল নিয়ে যাচ্ছিল। জোরপূর্বক তেল ‎নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ করাই পাম্পে থাকা সিন্ডিকেটের লোকজন আমার উপর অতর্কিত হামলা করেছে। আমি বিএনপি করি, বিএনপির লোকজন আমাকে মেরেছে, আমি নেতা কর্মীদের অবগত করছি।

‎ট্রাক্টর চালকদের অভিযোগ, তাদের যেখানে ৭০ থেকে ৮০ লিটার ডিজেলের প্রয়োজন, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর মিলছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লিটার তেল। এই সীমিত তেল নিয়ে মাঠের কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

‎তবে জেলার উপজেলা কৃষি অফিস গুলো থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ভিত্তিতে ডিজেল কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে ট্রাক্টরের জন্য একদিনে ৫০ লিটার, পাওয়ার টিলারের জন্য দুই দিনে ২০ লিটার এবং সেচ ইঞ্জিনের জন্য দুই দিনে ১০ লিটার তেল বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কৃষি অফিসগুলোতে ডিজেল কার্ড সংগ্রহ

করতে ভিড়ও লক্ষ্য করা গেছে।

‎পাম্পে অপেক্ষমাণ ট্রাক্টর চালকরা জানান, সকাল থেকে লাইনে থাকলেও কখন তেল মিলবে তা নিশ্চিত নয়। তেল পেলেই মাঠে নামবেন, কিন্তু বিলম্বের কারণে কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাদের মতে, সময়মতো জমি চাষ করা না গেলে বীজ বপনে দেরি হবে এবং ফসলও নামলা হয়ে যেতে পারে।

‎পাম্পে তেল নিতে আসা ট্রাক্টর চালক মহিবুল বলেন, ভোর থেকেই তিনি ট্রাক্টরে তেল নেওয়ার জন্য পাম্পে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু দুপুর হয়ে গেলেও কখন তেল পাবেন, তা নিশ্চিত নন। প্রয়োজন ৭০ থেকে ৮০ লিটার হলেও দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ লিটার।
‎এতে জমি ঠিকমতো চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি বলেন, গম কাটা প্রায় শেষ, এখন পাট বোনার সময়, এজন্য জমি চাষ দেওয়া জরুরি। তাই দ্রুত ট্রাক্টরগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

‎ট্রাক্টর চালক ও মালিক সাইদ জানান, সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে মাত্র এক হাজার টাকার তেল পেয়েছেন, যা কাজে লাগার মতো নয়। এতে একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে কাজও বন্ধ থাকছে। তিনি বলেন, এভাবে চললে কাজ করা সম্ভব না, এবং ট্রাক্টর চালকদের জন্য সন্ধ্যার পর তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

‎ট্রাক্টর চালক শফি বলেন, পাম্পে চাহিদা অনুযায়ী তেল না পেয়ে তিনি কৃষি অফিসে ডিজেল কার্ড নিতে এসেছেন। শুনেছেন, কার্ড থাকলে একদিনে ৫০ লিটার তেল পাওয়া যাবে এবং এই কার্ডের মাধ্যমে মাঠে ট্রাক্টর রেখেই তেল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এতে কিছুটা হলেও ভোগান্তি কমবে বলে আশা করছেন তিনি।

‎এদিকে কৃষকরাও পড়েছেন অনিশ্চয়তায়। চাষি আলী আজগর বলেন, ডিজেলের অভাবে ট্রাক্টর চালকরা জমি চাষ করতে পারছেন না। গম কাটা শেষ হওয়ায় এখন পাট ও আউশ ধানের আবাদ শুরু করার সময়। তিনি বলেন, এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান বলেন, বর্তমান সময়ে জমি চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের অনুমতিক্রমে কৃষি যন্ত্রের জন্য ডিজেল কার্ড চালু করা

হয়েছে। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও সেচ পাম্প মালিকদের মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পাম্প মালিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। এর আগে গম কাটার কম্বাইন হারভেস্টারের জন্যও একই ধরনের কার্ড চালু ছিল।‎

‎মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, ট্রাক্টর চালকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল দেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সব পাম্পে একসঙ্গে তেল পৌঁছায় না, তাই সকাল থেকেই তেল বিতরণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে ট্রাক্টর চালকদের সন্ধ্যার পর তেল দেওয়ার দাবি গ্রহণ করা হয়নি, কারণ এতে আবার নতুন করে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাগ্নের আঘাতে মামা নিহত, আটক ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের বসন্তপুর জয়ন্তী নগর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে বোনজামাই ও ভাগ্নের মারপিটে মামা কেসমত আলী (৫৬) নিহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কেসমত আলী ওই গ্রামের মৃত সিরাজ সর্দারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, কৃষক কেসমত আলীর সাথে কয়েকবছর ধরে তার ছোট বোনজামাই নবছদ্দির জমি নিয়ে বিরোধ চলছিলো। বৃহস্পতিবার সকালে নবিছদ্দি ও কেসমত আলীর মধ্যে এ নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই এক পর্যায়ে নবিছদ্দি তারছেলে ও পরিবারের লোকজন কেসমত আলীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ দিকে এ ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত নবিছদ্দি ও তার ছেলে রফিকুলকে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ ফারিয়া তাহসিন বলেন, কেসমত আলীকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিলো। আঘাতজনিত কারণ অথবা স্ট্রোকেও সে মারা যেতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই সঠিক কারণ জানা যাবে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, হত্যার ঘটনায় আমরা দুইজনকে আটক করেছি। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হলে সেই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হবে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০জন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সাধুখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সাধুখালী গ্রামের শহিদুল মাস্টারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল একই এলাকার নূর আলী ও বাদশার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নূর আলী ও বাদশার লোকজন ওই জমি দখল নিতে গেলে শহিদুল মাস্টারের পক্ষের লোকজন বাধা দেয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে শৈলকুপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দর্শনায় নাইট গার্ডকে রাতে বেঁধে রেখে জমির ফলন্ত কলাগাছসহ ভেকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি

দর্শনায় নাইট গার্ডকে রাতে বেঁধে রেখে জমির ফলন্ত কলাগাছসহ ভেকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে বলে জমির মালিক নাস্তিপুর গ্রামের গোলাম রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম অভিযোগ করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে নাইট গার্ড ইছাহক আলী (৭৫) জানান, আমি নাস্তিপুর গ্রামের গোলাম রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম এর কলাবাগান ঠেকায়।এ সময় ৭/৮জন লোক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে কলাবাগানের জমির পাশে বাঁশ গাছের সাথে আমার মাপলার দিয়ে বেঁধে ভেকু দিয়ে মাটিকাটা শুরু করে।

রাত ১টা ৫মিনিটে আমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর ভোর ৫টা পর্যন্ত ভেকু দিয়ে কলাবাগান তছরুপ করে ৫কাঠা জমির মাটি কেটে নিয়ে যায়। এসময় আমার প্রেসার বেড়ে গেছে তাদের জানালে তারা মদের বোতল থেকে আমার মাথায় পানি দেয়। এরপরও আমাকে ছাড়েনি। আমি তাদের চিনতে পারিনি।

এসময় বাঁশ বাগানের পাশের গলিতে শুকুরো বাঘের ছেলে জুয়েল দাঁড়িয়ে ছিলো আমাকে দেখছিল। ট্রাক্টর ড্রাইভার কায়েশকে চিনতে পেরেছি। সে ওদুদশাহর ভাটায় ট্রাক্টর চালাতো। আমাকে বেঁধে রেখে ৫/৬ জন পাশে মদ খাচ্ছিল আর কিছু লোক মাটি কাটছিলো।

সকালে জমির মালিককে জানালে, তারা ঘটনার তদন্ত করে জয়রামপুর হেডভাটায় ঐ মাটি নিয়ে বিক্রী করা হয়েছে বলে জানান, সাবেক পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চঞ্চল মেম্বরের ভাই আরিফুল ইসলাম। কলাবাগান ও মাটি বিক্রী করার মালিক পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় লক্ষাধিক টাকা। এ বিষয়ে মামলার প্রক্রীয়া চলছে বলে জানান, জমির মালিক আরিফুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে হয়রানির, প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া জমি নিয়ে হয়রানির শিকার একটি পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ওই পরিবারের পক্ষে সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

আলমডাঙ্গার কাচারি বাজারের মৃত চেরাগ আলীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার নানার সম্পত্তি ৭১ নং কামালপুর মৌজার আরএস ৪১ নং খতিয়ানের ৭৬৩ নং দাগে ৩৭ শতক জমি আমার মা আয়েশা খাতুনের নামে রেজিস্ট্রী করে দেন। আমার মা মারা যাবার পর ওয়ারিশ সূত্রে ওই সম্পত্তি আমাদের ৪ ভাইয়ের নামে রেকর্ড হয়। বর্তমানে এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছি।

উক্ত দখলীয় সম্পত্তি কামালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের স্ত্রী সাস্তরী খাতুন তার নিজের জমি দাবী করে ২০০৩ সাল থেকে নিম্ন এং উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকবার মামলা দায়ের করেন। আদালতে সাস্তরী খাতুন দলিল, রেকর্ড বা কোনো বৈধ কাগজ না দেখাতে পারায় সব মামলায় আমাদের পক্ষে রায় হয়।

সাস্তরী খাতুন আমাদের হয়রানি করার জন্য সম্প্রতি আবারও আদালতে মামলা দায়ের করেন। মিথ্যা তথ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাস্তরী খাতুনের একের পর এক হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

আলমডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান

জামজামি বাজারের ব্রিজ এলাকায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় ফাঁড়ি–পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসু।

উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, জামজামি বাজারের ব্রিজের দুই পাশ এবং আশপাশের সরকারি জায়গাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি দোকান, স্থাপনা ও অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দখল করে রেখেছিলেন। এতে ব্রিজের মুখে জায়গা সংকুচিত হয়ে বাজারের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতো এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকবার দখল সরানোর মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হলেও দখলদাররা তা উপেক্ষা করেন। পরবর্তীতে সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বেশ কয়েকটি স্থাপনা অপসারণ করা হয় এবং সরকারি জমিটি সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করা হয়। এতে ব্রিজের দুই পাশের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার এলাকায় স্বাভাবিক চলাচল পুনরায় নিশ্চিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দখলদারির কারণে বাজারের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ব্রিজ এলাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল বেশি। উচ্ছেদ অভিযানে তারা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসু বলেন, সরকারি খাসজমিতে কোনো ধরনের অবৈধ দখল বরদাস্ত করা হবে না। নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজন হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ।

আলমডাঙ্গায় জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা, আহত ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে জমিজমা বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু হালদার পরিবারে উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দখল নিয়ে দু’পক্ষের কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে ফরিদপুর গ্রামের টুনু কর্মকারের কাছ থেকে বসতভিটাসহ ৪ শতক জমি ক্রয় করেন একই গ্রামের মৃত পঞ্চানন্দ হালদারের ছেলে অরবিন্দ হালদার। একই সময়ে সুজিত কর্মকারের কাছ থেকে বসতভিটাসহ আরও ৪ শতক জমি কেনেন দবির আলি ও তার ছেলেরা।

অভিযোগ রয়েছে, অরবিন্দ হালদারের কেনা ৪ শতক জমি জোরপূর্বক ভোগদখল করে আসছে দবির আলির ছেলেরা। শুক্রবার অরবিন্দ ও তার দুই ছেলে দিপু ও অপু জমির দখল ছাড়ার কথা বলতে গেলে দবির আলি, তার ছেলে মোমিন আলি, কারিবুল ইসলাম, আলি কদর, খয়বার আলি, হুমায়ুন আলি, মৃত তোফায়েল আলির ছেলে রেজা খান, তুষার আলিসহ আরও অনেকে তাদের উপর হামলা চালায়।

হামলায় অরবিন্দ হালদার, তার স্ত্রী, ছেলে রাজু হালদার, অপু হালদার, অরবিন্দের ভাই চঞ্চল হালদার ও তার স্ত্রী আহত হন। এসময় গ্রামের লোকজন হামলার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

হামলার বিষয়ে বেলা আড়াইটার দিকে আলমডাঙ্গা থানায় যোগাযোগ করে ভুক্তভোগী অরবিন্দ হালদার। এ বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, “ভুক্তভোগীদের কয়েকজন থানায় এসেছে। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।